কবিতা

চিত্রনাট্য-সংলাপ-পরিচালনা
ভরত শমসের জংবাহাদুর রাণা

জেনাস কমবাইনস-এর নিবেদন—

কবিতা

কাহিনী : এম. এস. পেরুমল ।
চিত্রনাট্য, সংলাপ ও পরিচালনা :
ভরত শমসের জঙবাহাদুর রাণা
চিত্রগ্রহণ :
কে. এ. রেজা
সম্পাদনা :
অমিয় মুখার্জী
সংগীত : সলিল চৌধুরী ।
শিল্প নির্দেশনা :
প্রসাদ মিত্র
নৃত্য :
সত্যনারায়ণ
স্টান্ট :
এম. এস. ডাস
প্রচার অংকন :
বিদ্যুৎ চক্রবর্তী
রূপসজ্জা :
গোপাল হালদার / অনন্ত দাস
শব্দগ্রহণ :
জে. ডি. ইরাণী
ব্যবস্থাপনা :
নিশীথ চক্রবর্তী / বাবুকালাম
স্থির চিত্র :
ষ্টুডিও বলাকা
প্রধান সহকারী পরিচালনা :
সুজিত গুহ
প্রোডাকশন এক্সিকিউটিভ :
বেণী বাহাদুর কার্কী
দিবাকর শর্মা
ঈশ্বরী প্রসাদ শর্মা
প্রদীপ রাণা
সহকারীবৃন্দ :
নির্দেশনা :
জগন্নাথ গুহ / সনৎ দাশগুপ্ত
বোম্মানা সূর্যনারায়ণ
চিত্রগ্রহণ :
রুক্ষ ধর / মধু ভট্টাচার্য্য / শংকর সরকার / অনিল ঘোষ / কেষ্ট দাস
সম্পাদনা :
শেখর চন্দ
সংগীত :
সবিতা চৌধুরী
শিল্প নির্দেশনা :
গুপী সেন
রূপসজ্জা :
শম্ভু দাস / প্রদীপ বাগ
সাজসজ্জা :
শের আলী / সরযুলাল
ব্যবস্থাপনা :
সুরেন দাস / খোকন দাস / কেষ্ট দে
মুনমান :
মাণিক দাস
শব্দ গ্রহণ :
সিদ্ধি নাগ
প্রোজেকশন অপারেটর :
গৌর দে
আলোক সম্পাতে :
হেমন্ত দাস / মনোরঞ্জন দত্ত / বিনয় ঘোষ / দেবেন দাস / শঙ্কর দাস / মগরু / বাবু দত্ত / নারায়ণ চক্রবর্তী / তপন সেন
পরিস্ফুটনে :
অনিল মহান্ত / বাবুল বক্সী / পঞ্চানন সরকার / শৈলেন চ্যাটার্জী / চণ্ডী ব্যানার্জী / চণ্ডীচরণ শীল
অন্তর্দৃশ্য গ্রহণ :
চন্দ্রশেখর ঝা কর্তৃক ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে গৃহীত, অজিত রায়ের তত্ত্বাবধানে ইউনাইটেড সিনে ল্যাবোরেটরীতে পরিস্ফুটিত ।
শব্দপুর্নযোজনা :
মঙ্গেশ দেশাই (রাজকমল কলামন্দির)
কণ্ঠসঙ্গীত :
লতা মঙ্গেশকর/কিশোরকুমার/মান্না দে/ সবিতা চৌধুরী / শৈলেন মুখার্জী মীনা মুখার্জী ।
বিশ্ব পরিবেশনা :
পিয়ালী পিকচার্স

ভূমিকায় :

মালা সিনহা/সন্ধ্যা রায়/রঞ্জিত মল্লিক সমিত ভঞ্জ (অতিথি)/প্রেমা নারায়ণ মহুয়া রায়চৌধুরী/ টুনটুন/ উর্মিলা ভট্/গীতা দে/শমিতা বিশ্বাস/সুলতা চৌধুরী / চন্দ্রিমা ভাদুড়ী / মীনা মুখার্জী/সঙ্গীতা শর্মা / বিকাশ রায় (অতিথি) / অনিল চ্যাটার্জী/সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য/দেবনাথ চ্যাটার্জী/বিমল দেব/ কামু মুখার্জী/অজয় ব্যানার্জী/বঙ্কিম ঘোষ/ক্ষুদিরাম ভট্টাচার্য্য / দিবোন্দু/ সন্দীপ/ননী গাঙ্গুলী/সমীর মজুমদার/ নন্দ রাণা এবং কমলা হাসান ।

কবিতা / গান

(গান ১)

কথা ও সুর : **সলিল চৌধুরী**
কণ্ঠ : **মান্না দে**

আমি তো কুমীর ধরে আনিনি
ঘরে কেটে খাল
অপরাধ এই মাঝে মধ্যে
একটু আধটু খাই মাল
তাই এতো গালাগাল
বেশ আমি চললুম

ওরে আমার তো মতামত কেউ নেয়নি
জন্ম দেবার আগে এই দুনিয়ায়
কে বাপ
কে মা
কে বা ভাই বোন
আগে থেকে ফিক্সড করা
ভারি অন্যায়
যদি আমার হাতে থাকতো
বিড়লা আমার বাবা হোতো
সুচিত্রা সেন দিদি
এবং টাটা জ্যাঠা হোতো
কিন্তু এখনতো হাতে নেই
আর কোন উপায়

তাই বড় দুঃখে অনেক বেদনায়
ছেড়ে দিয়ে হাল
এই জীবন তরী দিতে সামাল
একটু আধটু খাই মাল
তাই এতো গালাগাল
বেশ আমি চললুম

ভগবান দুনিয়ায় ঢেলে দিয়েছেন
সোনা দানা ফলমূল মুর্গী ছাগল
কিছু লোক হাতিয়ে তাই
নিয়ে রেখেছেন
আইন বানিয়ে তাতে
দিয়েছে আগল
তারা বলছে খেটে খাও
আর মুনাফা বাড়াও
মুনাফার ভাগ নাও
ওরে আমি কি বুঝি না
আমি এতোই পাগল
তাই বড় দুঃখে.....

ওরে লাগলে টাকা
দ্যান যে গৌরী সেন
চিন্তামণি যিনি যোগান চিনি
হায়রে ভাগ্যে তারা
কোথায় গেলেন
এতো লোক চিনি
শালার কেউ দেয় না চিনি
চাইলে বলেন চাইছে ধার
কেউ দিতে চাইছে মার
ভীষণ জঘন্য ব্যাপার
আরে টাকা ছাড়া
বোতলটা কি করে কিনি
তাই বড় দুঃখে.....

ওরে অনেক দুঃখে তাই
কার্লমার্কস বলেছেন
না না গান্ধীজী বলেছেন
না না না রবীন্দ্রনাথ বলেছেন
কে বলেছেন ঠিক মনে পড়ছে না
এবং ভুলে গেছি কি বলেছেন
হ্যাঁ মনে পড়েছে
কা তব কান্তা
কস্তে পুত্র
কে তোর কলত্র
সবই মায়া দুনিয়ায়
যিনি ফেঁসেছেন
তিনি মরেছেন ।
তাই বড় দুঃখে.....

(গান ২)

কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী
কণ্ঠ : সবিতা চৌধুরী

ধ্যাৎতেরী মারো গুলি
মারো গুলি
ছোড়ো না সব বড়ো বড়ো
বুকনি বুলি
আরে তোড়ো না সব
বাধা নিষেধের দেওয়ালগুলি
বন্ধ তালা এই দুনিয়ায়
দাও খুলি
ধ্যাততেরী....ফটাফট্
হিন্দীতে কাম মানে কাজ
বাংলায় কামনা
ইংরাজীতে C-O-M-E কাম
মানে এসো না
ও-ও যেই ভাষাতেই বলুক সোজা
কথা হোলো ফেঁসো না
ধ্যাততেরী....ফটাফট্
ইংরেজীতে L-O-V-E লাভ
বকোবাস ভাই
বাংলায় কি সে লাভ
তা জেনে রাখা চাই
M-A-N ম্যান কি তিনি যে
মুঝকো মালুম হ্যায় ভাই
ধ্যাততেরী....ফটাফট্
মারা গেলে তার পরে
একদিনও বাঁচবে না
বুড়িয়ে শরীর গেলে
কিছুতেই ক'াচবে না
জিন্দগী জিলো ফটাফট্
এরপরে কেউ যাঁচবে না
হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ-হাঁ
হো-হো-হো-হো
ধ্যাততেরী....ফটাফট্

(গান ৩)

কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী
কণ্ঠ : লতা মুংগেশকর

হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগছে
মনে হয় উড়ে যাই
দূর দূর যেথা—
সুনীল আকাশ মোরে ডাকছে
হঠাৎ ভীষণ ভাল লাগছে।

অন্তরে ঝলকে ঝলকে পুলকে
কি যে আগুন—
কি যে ঋতু তা জানি না
ফুলেরা ফুটেছে কি না
আজ এ ফাগুন
হোক বা না হোক
উৎসব ঝুলনের
দোলা লাগে অংগে
দোদুল দোলনের
নিজেরই রঙে মন আজ রাঙছে
হঠাৎ ভীষণ ভালো লাগছে

সূর্যের তোরণে তোরণে
চলো না দিই গো হানা
জমা যত আঁখি জল
হোক না সে উজল
হাসনু হানা
মুক্তির পাখা মেলে
যাই দু'জনা
বন্ধনে বাঁধা পড়ে
যাই দু'জনা
বাধন-সুধা মুকতি মাঙছে !
হঠাৎ.....

(গান ৪)

কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী
কণ্ঠ : লতা মংগেশকর

বুঝবে না কেউ বুঝবে না
কি যে মনের ব্যথা
অন্ধখনির অন্তরে থাকে
যে সোনা
সবাই জানে তারই কথা
বুঝবে না....

যদি এমন হোত
যত বেদনা
বীজেরই মতন করে
যেতো গো বোনা
লালে লালে, ফুলে ফুলে
ভরে যেত গাঁ
দূর থেকে দেখেই তারে
যে তো গো চেনা
খুঁজবে না কেউ খুঁজবে না
মনের গভীরতা

আমি তোমায় কোন
দোষ দেব না
আমারই মতন জ্বলো
তাও চাবো না
বোঝা না বোঝার আলোছায়া
খেলনায়
চেনা হয়ে চিরদিনই
রবো অচেনা
মুছবে না কেউ মুছবে না
ভিজে চোখের পাতা ॥
বুঝবে না.....

(গান ৫)

কথা ও সুর : সলিল চৌধুরী
কণ্ঠ : কিশোরকুমার

শুন শুন গো সবে শুন দিয়া মন
বিচিত্র কাহিনী এক করি বরণন
এক দেশের এক বনের ধারে
ছোট্ট নদীর তীরে
ছিল এক রাখাল ছেলে
এক ছোট্ট কুটীরে
আপন বলে তার
কেউ ছিল না দুনিয়ায়
সারাটি দিন ধেনু চরাতো বনে
থামায় ডাকাডাকি
শুনিত পশুপাখী
যখন বাজাত বেণু
নিজেরই মনে
পশুপাখী হরিণ হাতী
সাথী ছিল তার
সঙ্গে তাদের হেঁসে খেলে
দিন যে যেত তার
বুঝতো সে তাদেরই কথা
তারা বুঝতো তার
এমনি করে কয়েক বছর
হয়ে গেল পার।

হঠাৎ কি হলো মনে
ভাবলো রাখাল কি কারণে
মানুষের সঙ্গ বিনা
আর থাকা না যায়
যা ছিল ধূলি কড়ি
তাই নিয়ে সে দিল পাড়ি
যাবার আগে সবার কাছে
নিলো সে বিদায়
হাতি প্রথমে কেঁদে বললো
থেকে যাও
গরু বাছুর ছাগল সবাই
বললো সঙ্গে নাও
এর পরে পাখীরা এলো
সকলে দল বেঁধে
বললো মোরা গান শুনিয়ে
রাখবো তোমায় বেঁধে

কিন্তু সে রাখালের মনে
কি হয়েছিল কে জানে
গেল সে ইস্টিশনে
বাধা না মেনে
রেলের গাড়ীতে চড়ে
গেল সে দূর শহরে
সঙ্গী সাথী পশু পাখী
ফেলে পিছনে
শহরে এসে রাখালের
লেগে গেল তাক
বিরাট বিরাট বাড়ী গাড়ী
কত না হাঁক ডাক
মানুষ মেশিনে সেথা
চলে লেন দেন
আকাশে সেখানে উড়ে বেড়ায়
এরোপ্লেন
সেই শহরের রাজমহলের
এক কোণে এক আস্তাবলে
ঘোড়া দেখাশোনার ছলে
পেয়ে গেল কাজ
কিন্তু সে রাখালের ছেলে
জঙ্গলেতে থাকার ফলে
মানুষে কি কথা বলে
ভুলে গেছে আজ
তার ভাষাও কেউ বোঝে না
করে হাসাহাসি
মনের দুঃখে রাখাল ছেলে
বাজায় বসে বাঁশি
বাঁশি শুনে সেই শহরের
যত কুকুর ছিল
রাখাল ছেলের সংগে তাদের
ভারী দোস্তি হলো
কিন্তু বাঁশির গুণপনার
ভক্ত ছিল আর এক জনা
সেই প্রাসাদের রাজার কন্যা
চম্পাবতী নাম।
রাখাল ছেলের অগোচরে
রোজ নিশীথে তার শিয়রে
একশো চাঁপা ফুলের গোড়ে
দিয়ে যেত দাম
কিছুই জানে না রাখাল

শুধু মনে ভাবে
সরস্বতীর আশীর্বাদের
ভুল বুঝি বা হবে
এর পরে এক রাতে
হঠাৎ ভেঙ্গে যায় ঘুম
দেখে চম্পাবতী শিয়রে তার
দাঁড়িয়ে নিঝুম
অগাধ রূপের রাশি
মুখে মধুর হাঁসি
বলে তোমার বাঁশির
আমি যে দাসী
ওগো রাখাল ছেলে
কোন সে দেশে খুঁজে পেলে
এ কোন সুরের জালে
বাঁধলে গো আসি
বুঝলো না সে রাখাল ছেলে
রাজকুমারীর ভাষা
রইলো চেয়ে বোকার মতন
দু'চোখ ভাসা ভাসা
রাজকুমারী ভাবলো বুঝি
কোন দেশী এ চাষা
চলে গেল ধীরে ধীরে
মুখে তার হতাশা
এর পর এক রাজার কুমার
অ্যামবাসাডার গাড়ী চড়ে তার
এল জিতে নিল কন্যার
কোমল হৃদয়।
বললো চম্পাবতী আসি
ওগো ও রাখাল সন্ন্যাসী
এবার তুমি বাজাও বাঁশি
দাও করে বিদায়—
সেই প্রাসাদে বন্দী ছিল
এক যে খাঁচার টিয়ে
বললো রাখাল ছেলে শোন
যা বলি মন দিয়ে
যাও ফিরে যাও
বনে ফিরে যাও
যাও ফিরে যাও
বনে তোমার
কেউ বুঝবে না কথা তোমার
মানুষের ব্যাপার স্যাপার

আলাদা রকম
এর পরে যা হবার হোল
রাখাল ছেলে চলে গেল
আমার কথাটি ফুরালো
কাহিনী খতম।
বিদায় আমি ও নিলাম
করিয়া প্রণাম!
যেন চিরসুখী হও দম্পতি
পুরে মনস্কাম
এবার সবাই মিলে প্রাণ খুলে ভাই
বলো রাম রাম।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

কে. বালচন্দর
মিঃ এস. আর. প্রসাদ (দি শিপিং কর্পোরেশন অফ ইণ্ডিয়া)
জে. সি. কাপুর (কাপুরভিলা)
পি. এস. থাপা (শ্যামনগর জুটমিল সাউথ) দেবু বারিক (বিজলী গ্রীল)
ক্যালকাটা পোর্ট কমিশনার্স / ক্যালকাটা পুলিশ / ক্যালকাটা জু গার্ডেনস্ / মফৎলাল গ্রুপ অফ মিলস / জি. ডি. ফারমাসিউটিক্যাল প্রাঃ লিঃ / দেবসন্স প্রাঃ লিঃ / বেনসন. এস. এইচ. ইন্ডিয়া লিঃ / ন্যাশানাল টোবাকো কোঃ / লিজ্জৎ পাপড় / পিউর ড্রিংকস্ প্রাঃ লিঃ / কোয়ালিটি আইসক্রীম / ক্যালকাটা ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট করপোরেশন

কবিতা গল্প

মা, দুটি বোন (একটি বিধবা), অন্ধ ছোট ভাই, বেকার দাদা—এই নিয়েই কবিতার সংসার। এ বিরাট পরিবার একাই চালাতো কবিতা। সব মেয়ের মত স্বামী সংসার নিয়ে একটি ছোট্ট ঘর বাঁধতে চেয়েছিলো সে।

একদিকে তার ছোট্ট চাওয়া, অন্যদিকে তার পরিবারের দায়িত্ব—এই দ্বন্দ্ব কবিতার জীবনে এক চক্রব্যূহ হয়ে দাঁড়ালো।

নিজের পরিবার, অফিসের সহকর্মী, আর বন্ধু-বান্ধবী নিয়েই কবিতার জগত। বন্ধু বলতে তিলক—যাকে নিয়েই তার ঘর বাঁধবার স্বপ্ন। কিন্তু ভাগ্যের পরিহাস—কবিতা নিজেই তিলকের বিয়ে দিল অন্য মেয়ের সঙ্গে। আর সেই মেয়ে কে ?
নিজেরই বিধবা বোন ভারতী।

কবিতার বান্ধবী বলতে রুমা। তার ভাব ভাবনা ঠিক উল্টো। এমনি নিয়তি, কবিতার অফিসের ম্যানেজার-বাবু শেখর, রুমা আর তার মা দু'জনকেই ভালবাসার ছলনায় ফাঁসিয়ে দিলো। রুমার দায়িত্ব এসে পড়লো কবিতার ঘাড়ে। কবিতা তার ভাড়াটে গোপালের সঙ্গে রুমার বিয়ে দিলো।

বখাটে বড় ভাই সত্যেনকে অনেক কষ্ট করে শোধরালো কবিতা। পরিবারের ভার তার হাতে তুলে দিয়ে কবিতা এবার নিশ্চিন্ত। তার বিয়ে ঠিক হলো ম্যানেজিং ডিরেক্টর অরুণবাবুর সঙ্গে।

বড় ভাই সত্যেনের দুর্ঘটনা—ছোট বোন সুমতির সঙ্গে অরুণবাবুর বিয়ে। কবিতা আবার চক্রব্যূহর ভিতরে অভিমন্যু।

কবিতার গল্প এক ধারাবাহিক কাহিনী, তার শেষ নেই... ....

পিয়ালীর পরবর্তী আকর্ষণ
তরুণ মজুমদারের
ছবি !
BEEKECEE